নিহত আক্রমণকারী পশুদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে

মুক্তকথা: রোববার ৪ঠা জুলাই ২০১৬: ১.৩৬::

দুনিয়াতে কোন কিছুই গোপন থাকতে শুনিনি কখনও। বরং শুনেছি কোন এক মহিলা শামুকের ভেতরে রেখে ভাত রেঁধে খেয়েছিলেন তাও দুর্মূখেরা জেনে গিয়েছিল। তনেমনে মূল কথা হল কোন কিছুই মূলতঃ গোপন রাখা যায় না সুদীর্ঘকাল। এক সময় না এক সময় সত্যি ভেসে উঠবেই।

আর গুলশানের ঘটনাতো প্রকাশ্যে গুলাগুলি। মানুষ হত্যা! তাও গুলি করে নয়, ছুরি চালিয়ে, গলাকেটে! পশুত্ব আর কা’কে বলে। ফেইচবুক এদের পরিচয় তড়িত প্রকাশে কাজ করেছে।

এই অমানুষিক বর্বরপশুসুলভ নরহত্যার বিষয়ে বিবেকমান মানুষের মনে কিছু প্রশ্ন বার বারই উঠছে আর নামছে। আর সে কথাগুলো হল- যারা ঘটনার নায়ক বা নাটের গুরু তারা আল্লাহু আকবর ধ্বনি তোলে রেস্তোরাঁয় আক্রমণ চালালো! যাদের হত্যা করা হয় তাদের আগে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তারা কলেমা বলতে পারেন কিনা!

পবিত্র রমজানের মাসে ধর্মের নামাবলি পড়ে এ কোন অধর্মের কাজ?

আর, খুন হয়ে যাওয়া যাদের পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, ফেইচবুকের বদান্যতায় তাদের বেশীর ভাগই ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান বলেই শুনা যাচ্ছে। এবং ওই ফেইচবুকেই এও বলাবলি হচ্ছে যে এসব ছেলেরা ধর্মের নামে খুনোখুনি করতে পারে, তাদের বন্ধু-বান্ধবরা সে চিন্তাই করতে পারেনা। অবশ্য দু’জনের বিষয় ছাড়া। এদের মধ্যে একজন জনৈক ইমতিয়াজ খান বাবুলের পুত্র রোহান ইমতিয়াজ। বাবুল আওয়ামীলীগের নেতৃস্থানীয় লোক। তিনি নাকি গত ৮/১০দিন ধরে ছেলের খোঁজই পাচ্ছিলেন না।

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র জনৈক নিব্রাস ইসলামকে চিনতে পেরেছে তার ফেইচবুক বন্ধুগন। তাই তারা ফেইচবুকে তার ছবি ও পরিচয় তোলে ধরেছে। জানা গেছে নিব্রাসের শিক্ষা জীবনে একটি সময় গেছে “ইন্টারনেশনেল তার্কিশ হোপ স্কুল”এ।

মীর সাবিহ মুবাশ্বের, আরেক জন। তিনি ছিলেন স্কলাসটিকার ছাত্র।

ইত্তেফাকের খবর, হামলায় জড়িতদের পাঁচজন চিহ্নিত জঙ্গি বলে পুলিশের আইজি এ কে এম শহীদুল হক বলেছেন। পুলিশ এদের নামও বলেছে এভাবে- আকাশ, বিকাশ, ডন, বাঁধন ও রিপন।